শয়তানের শয়তানী!

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

শয়তানের শয়তানী!

ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক

প্রকাশনায়
গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ
খানকাহ্-ই-খাস মুজাদ্দেদীয়া
প্লট নং # ১২৮, রোড নং # ৭, ব্লক # বি
সেকশন # ১২, মিরপুর, পল্লবী, ঢাকা।
ফোন : ০০৮৮-০২-৯০২৮১৮৮,
website : www.khasmujaddidia.org

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর	২০১৪ ঈসায়ী
পৌষ	১৪২১ বাংলা
সফর	১৪৩৬ হিজরী

কম্পোজ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
মোবাইল : ০১৭৮৪-৪৭৩৫৮৬

মুদ্রণ
এন.এন. প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং
১৭৬/২, আরামবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৩-০১৫২১৮, ০১৯১৯-০১৫২১৮।

হাদিয়া : ২০.০০ টাকা মাত্র

SAITANER SAITANI : by **Dr. A. F. M. Abu Bakar Siddique** in Bangali. Published by Khankai Khas Mujaddedia, Plot # 128, Rood # 7, Block # B, Section # 12, Mirpur, Pallabi, Dhaka, Bangladesh. Tel. 0088-02-9028188, website : www.khasmujaddidia.org.

Price : Tk. 20.00 Only.

লেখকের অন্যান্য বই :

১. বিপ্লবী মুজাদ্দিদ (রহ.)
২. মসজিদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব
৩. দ্বীনে এলাহী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রহ.)
৪. বাংলার মুসলিম চেতনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫. আত্মশুদ্ধির পথ নির্দেশ
৬. মুকাশিফাতে আয়নিয়া
৭. মা'আরিফে লাদুন্নিয়া
৮. মাব্‌দা ওয়া মা'আদ
৯. ইছবাতুন নুবূওয়াত
১০. স্মরণ কালের মরণজয়ী
১১. আবু দাউদ শরীফ (অনুবাদ, ১-৫ম খন্ড) ই. ফা. প্রকাশিত
১২. আল-কুরআনের সরল তরজমা
(অনুবাদ ও সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা)
১৩. ইবনে মাজাহ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৪. তাফসীরে মায্‌হারী (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৫. তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৩০তম পারা (অনুবাদ, ই. ফা. বা.)
১৬. সিরাতুন্নবী (সা.)- ইবনে হিশাম, ৪ খন্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৭. আল্‌-কুরআনের বিষয় ভিত্তিক আয়াত, ৪ খন্ডে সমাপ্ত
(সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৮. নাসাঈ শরীফ (সম্পাদনা বোর্ডের সদস্য, ই. ফা. বা.)
১৯. আল কুরআনের চ্যালেঞ্জ
২০. রূহের সফর
২১. রূহের খোরাক
২২. Shaikh Ahmad Sirhindi (Rh.) and his Reforms.
২৩. চলার পথের শেষ কোথায়?
২৪. কালিমায়ে তাইয়্যেবা (রাহে নাজাত-১)
২৫. নামাজ পড়ে হবে কি? (রাহে নাজাত-২)
২৬. ওলী হওয়ার আসান তরীকা (রাহে নাজাত-৩)
২৭. যিকির কি ও কেন? (রাহে নাজাত-৪)
২৮. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাকে হাসানা
২৯. আল-কুরআন : কালামুল্লাহ
৩০. প্রবন্ধ-ত্রয়ী
৩১. কিয়ামত!?
৩২. ইল্‌মে তাসাওফের গুরুত্ব ও তাৎপর্য
৩৩. হুব্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব
৩৪. মুহাম্মাদ ইবন্ আব্দুল ওহাব নজ্‌দী ও তাঁর মতবাদ
৩৫. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন (অনুবাদ গ্রন্থ : ই.ফা.বা.)
৩৬. মহানবী (সা.)-এর জীবনী বিশ্বকোষ (নাদরাতুন নাঈম) : অনুবাদ সম্পাদনা পরিষদ সদস্য, ই.ফা.বা.।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

* শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু ॥ ৭
* মানুষ যমীনে আল্লাহ্‌র খলীফা ॥ ৮
* ইব্‌লিসের ইতিকথা ॥ ৯
* ইব্‌লিস শয়তানের ধ্বংসের কারণ ॥ ১০
* ইব্‌লিসের অহংকার ও এর পরিণতি ॥ ১১
* শয়তানের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার দৃষ্টান্ত ॥ ১৩
* শয়তান মানুষের প্রধান শত্রু কেন? ॥ ১৭
* প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান আছে ॥ ১৭
* মানব শরীরে শয়তানের অবস্থানের স্থান ॥ ১৭
* এ সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা ॥ ১৮
* শয়তানের আরো কয়েকটি ফিত্‌না সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস ॥ ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

* নামাযের মধ্যে শয়তানের ধোঁকা ॥ ২১
* সহবাসের সময় শয়তানের অংশ গ্রহণ ॥ ২২
* মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকা ॥ ২২
* শয়তানের প্রকারভেদ ॥ ২২

তৃতীয় অধ্যায়

* শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায় ॥ ২৪
* যে আল্লাহ্‌র যিকির করে না, আল্লাহ্‌ তার সাথে একজন শয়তান নিয়োজিত করে দেন ॥ ২৮
* কিয়ামতের দিন শয়তান তার অনুসারীদের বলবে ॥ ২৯
* জাহান্নামে শয়তানের ভাষণ ॥ ৩০
* শয়তানের চক্রান্তে নিপতিত জনপদ আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবে ধ্বংস হওয়ার সত্য ঘটনা ॥ ৩১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পেশ কালাম

আল্-হামদু লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন। ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু 'আলা সাইয়্যেদিল মুরসালীন, ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমা'ঈন। আম্মা বাদ :

আদম ও শয়তানের ঘটনা সব মানুষের জন্য জানা একান্ত কর্তব্য। কারণ আদি পিতা আদম (আ.)-এর সৃষ্টি হতেই শয়তানের উৎপত্তি। তার কারণে ইব্লিস শয়তান খোদার নাফরমানী করে, যার ফলে সে জান্নাত থেকে বিতাড়িত হয় এবং চিরদিনের জন্য আল্লাহ্র লানত প্রাপ্ত হয়। এ কারণে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। সে ঘোষণা আল্লাহ্ তাকে শুনিয়ে দেন। তখন থেকেই শয়তান আদম (আ.) ও তাঁর সন্তানদের চির দুশমনে পরিণত হয় এবং আল্লাহ্র রহমতে কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত পাওয়ায়, সে এরূপ ঘোষণা দেয় :

"সব মানুষকে তার অনুগত বানিয়ে জাহান্নামে নিয়ে যাবে, তবে আল্লাহ্র কিছু খাছ বান্দা ছাড়া।"

এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে কুরআন ও হাদীসের আলোকে শয়তানের শয়তানীর ইতিহাস, তার ধোঁকা দেয়ার প্রক্রিয়া ও সব শেষে শয়তানের প্ররোচনা থেকে কীভাবে বাঁচা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এতে তিনটি অধ্যায় আছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে :

প্রথম অধ্যায় :

* শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।
* মানুষ যমীনে আল্লাহ্র খলীফা।
* ইব্লিসের ইতি কথা।
* ইব্লিস শয়তানের ধ্বংসের কারণ।
* ইব্লিসের অহংকার ও এর পরিণতি।
* শয়তানের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার দৃষ্টান্ত।
* শয়তান মানুষের প্রধান শত্রু কেন?
* প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান আছে।

* মানব শরীরে শয়তানের অবস্থানের স্থল।
* এ সম্পর্কে বর্ণিত ঘটনা।

দ্বিতীয় অধ্যায় :

* নামাযের মধ্যে শয়তানের ধোঁকা।
* সহবাসের সময় শয়তানের অংশ গ্রহণ।
* মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকা।
* শয়তানের প্রকারভেদ।

তৃতীয় অধ্যায় :

* শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায়।
* যে আল্লাহ্‌র যিকির করে না, আল্লাহ্ তার সাথে একজন শয়তান নিয়োজিত করে দেন।
* কিয়ামতের দিন শয়তান তার অনুসারীদের বলবে।
* জাহান্নামে শয়তানের ভাষণ।
* শয়তানের চক্রান্তে নিপতিত জনপদ, আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবে ধ্বংস হওয়ার সত্য ঘটনা।

এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সব মানুষকে সতর্ক করা ছাড়া আর কিছু নয়। মানুষ নেক-আমল বেশী বেশী করলে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, যাদের কোন নেক-আমল থাকবে না, তারা বিনা হিসাবে জাহান্নামে যাবে। এ ঘোষণা আমাদের রব, সারা জাহানের রব- আল্লাহ্‌র।

সারা দুনিয়াতে এখন যুলুম, নির্যাতন, নিষ্পেষণ অপ্রতিহত গতিতে চলছে, যার মূল হোতা ও প্ররোচনা দাতা হলো শয়তান। তার চক্রান্ত ও ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য কী করা দরকার বা উচিত, সংক্ষেপে তা আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করুন এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে যাওয়ার জন্য সব সময় তাঁর হুকুম মেনে চলার তাওফীক নসীব করুন। আমীন॥

আহকার
ডক্টর আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক
প্রাক্তণ চেয়ারম্যান ও প্রফেসর
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু

আল্লাহ্ তায়ালা আল-কুরআনে ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٥)

অর্থ : "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"[১] মানুষের ক্ষতি ও সর্বনাশ করার জন্য সে সর্বদা তৎপর থাকে। এর কারণ কি?

এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

وَاِذَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً الاية.

অর্থ : ৩০ : আর স্মরণ করুন, যখন আপনার রব ফিরিশ্তাদের বলেন: নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো। তারা বললো: আপনি কি সেখানে এমন জাতিকে সৃষ্টি করবেন, যারা সেখানে অশান্তি ঘটাবে এবং রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই আপনার প্রশংসা করছি এবং আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

তিনি বললেন : নিশ্চয়ই আমি জানি, যা তোমরা জান না।

৩১. আর তিনি শিখালেন আদমকে সব কিছুর নাম। তারপর তা ফিরিশ্তাদের সামনে পেশ করলেন এবং বললেন : তোমরা আমাকে এদের নাম জানাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৩২. তারা বললো : আপনি পবিত্র। আপনি যা আমাদের শিখিয়েছেন তাছাড়া আমাদের কোন জ্ঞানই নেই। নিশ্চয়ই আপনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

৩৩. আল্লাহ্ বললেন : হে আদম! বলে দাও তাদের এ সব কিছুর নাম। তারপর যখন সে বলে দিল সে সবের নাম, তখন তিনি বললেন : আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আসমান ও যমীনের সব গোপন বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে অবগত এবং তা-ও জানি, যা তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন রাখ।

---

১. আল্-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫।

৩৪. আর যখন আমি ফিরিশ্‌তাদের বললাম ; তোমরা আদমকে সিজ্‌দা কর। তখন ইব্‌লীস ছাড়া সবাই সিজ্‌দা করলো। সে আদেশ অমান্য করলো এবং অহংকার করলো। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো।[২]

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, মানব জাতির সৃষ্টির পূর্বেই কিভাবে ফিরিশ্‌তাগণ মন্তব্য করেন যে, তারা দুনিয়াতে ফেতনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে?

এর জবাব এই যে, মানুষের সৃষ্টির পূর্বে দুনিয়াতে জ্বিন জাতি ছিল। তারা দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করেছিল, মারামারি, খুন-খারাবি ও অন্যায়-অনাচার করেছিল। তাদেরকে শাস্তি দিয়ে বিতাড়িত করার জন্য আল্লাহ্ পাক ফিরিশ্‌তাদের প্রেরণ করেন এবং ফিরিশ্‌তাগণ এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন।

*** মানুষ যমীনে আল্লাহ্‌র খলীফা :**

এখানে 'খলীফা' হলেন আদম (আ.)। কেননা, তিনি আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান, রীতিনীতি চালু করা, বান্দাদের হিদায়াত ও তাদেরকে আল্লাহ্‌র দিকে আহ্বান করা এবং তার নৈকট্যলাভের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি ছিলেন।

আর আদম (আ.)-কে খলীফা বানানোর কারণ এই ছিল না যে, আল্লাহ্‌র একজন প্রতিনিধির দরকার ছিল। তিনি তো বেনিয়াজ ও অমুখাপেক্ষী। বরং এর কারণ এই ছিল যে, আদম (আ.)-কে যাদের জন্য খলীফা বানানো হয়েছে, তারা সরাসরি আল্লাহ্‌র আশীষ প্রাপ্ত হতে পারতো না। এ জন্য আদম (আ.) এবং পরবর্তী সব নবী-রাসূলই আল্লাহ্‌র খলীফা।

উল্লেখ্য যে, জ্বিন ও ফিরিশ্‌তাদের উপর মানুষের উঁচু মর্যাদার কারণ তার ইল্‌ম। আল্লাহ্ পাক মানুষকে বিশ্ব-সৃষ্টির সব কিছুর ইল্‌ম দান করেছেন। তিনি পৃথিবীতে যা আছে, সবকিছুর নাম, গুণ এবং বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আদম (আ.)-কে শিক্ষা দেন।

কেননা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র খিলাফত কায়েম করতে হলে বিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে যাবতীয় জ্ঞান অর্জন পূর্বশর্ত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ আজ যত ভাষায় কথা বলছে, তার সবই আদম (আ.)-কে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল। আর এ জ্ঞান ফিরিশতাদের দেয়া হয়নি। তাই তারা বলেছিল :

"হে আল্লাহ্! পবিত্র তুমি, তোমার জ্ঞান-গরীমা অনন্ত অসীম। তুমি যা আমাদের শিখিয়েছ, তার বেশী আমরা কিছুই জানি না।"

---

২. আল্-কুরআন, সূরা বাকারাহ, আয়াত : ৩০-৩৪।

উল্লেখ্য যে, ফিরিশতারা নূরের তৈরী। আল্লাহ্‌র হুকুমের বরখেলাফ করার ক্ষমতা তাদের নেই। তাই যখন তিনি আদমকে সিজদা করতে বলেন, তখন ইব্‌লিস ব্যতীত সকলে সিজ্‌দা করে। কারণ সে ফিরিশ্‌তা ছিল না। সে ছিল জ্বিন। যেমন আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ.

অর্থ : "আর স্মরণ কর, যখন আমি ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম: তোমরা আদমকে সিজ্‌দা কর। তখন ইব্‌লিস ব্যতীত সবাই সিজ্‌দা করে। সে ছিল জ্বিন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত এবং সে তার রবের আদেশ অমান্য করে।"[৩]

*** ইব্‌লিসের ইতিকথা :**

আয়াতের বর্ণনা ধারা থেকে জানা যায় যে, ইব্‌লিসের অবাধ্য হওয়ার কারণ হলো জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। কেননা, ফিরিশ্‌তারা আল্লাহ্‌র নাফরমানী করতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, ইব্‌লিস জ্বিন হওয়া সত্ত্বেও অধিক ইবাদতের কারণে সে ফিরিশ্‌তাদের দলভুক্ত হয়। আর এ কারণেই যখন ফিরিশ্‌তাদের প্রতি আদম (আ.)-কে সিজ্‌দা দেয়ার হুকুম হয়, সে হুকুম ইব্‌লিসের ব্যাপারেও হয়। কিন্তু এ হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে ইব্‌লিসের প্রকৃতরূপ প্রকাশ পায়। সে অহংকার করে এবং আল্লাহ্‌ পাকের আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা দেখায়, অর্থাৎ আদম (আ.)-কে সিজ্‌দা করতে অস্বীকার করে। ইব্‌লিস শয়তান দুনিয়ার সৌন্দর্যের ফাঁদে ফেলে মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের ক্ষতি সাধন করে।

হযরত কাতাদা (র) বলেন : শয়তানদেরও মানুষের ন্যায় সন্তান সন্ততি হয়। মুজাহিদ (র) বলেন : ইব্‌লিসের সন্তানদের মধ্যে রয়েছে– নাকীন, ওয়ালহান, হাফাফ, মোররা, জালনাবুর।

আওয়ার, মাতুস, ইয়াসুর ও ওয়াসেম। ওয়ালহান অজু, গোসল ও নামাযের সময় মানুষকে ওয়াসওয়াসা দেয়। জালনাবুর বাজারে মিথ্যা শপথ করায় এবং বিক্রেতাকে মিথ্যা কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করে।

আওয়ার নামক শয়তান মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে। মাতুস মানুষের মধ্যে গুজব রটায়। আর ইয়াসুর নামক শয়তান মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের শরীয়ত বিরোধী পন্থায় বিলাপ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

---

৩. আল্‌-কুরআন, সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫০।

ওয়াসেম নামক শয়তানের কাজ হলো মানুষ যখন বাড়ীতে যায় এবং সে কাউকে সালাম দেয় না, আল্লাহ্‌র জিকিরও করে না, তখন সে শয়তান সে ব্যক্তির বাড়ীর প্রত্যেকটি জিনিস বিনষ্ট করে রাখে, যা দেখে সে রাগান্বিত হয় এবং লোকদের সাথে রাগারাগি করে। আর সে যখন 'বিস্‌মিল্লাহ' পাঠ না করে আহার করে, তখন ওয়াসেম শয়তান তার সাথে খাবারে শরীক হয়। এমনকি স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় যদি দোয়া না পড়ে, তবে শয়তান সঙ্গমে শরীক হয়। হযরত আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ওসমান ইবন আবি লাজ (রা:) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! শয়তান আমার নামাযের মধ্যে প্রবেশ করে এবং এ ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি করে।

জবাবে তিনি বলেন : এ হলো শয়তান, তাকে 'খনজব' বলা হয়। যখন তুমি এরূপ উপলব্ধি করবে, তখন 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্‌ শায়তানের রাজীম' বলবে এবং বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে। হযরত ওসমান (রা.) বলেন : আমি এরূপ করায় আল্লাহ্‌ পাক আমার থেকে শয়তানকে দূর করে দিয়েছেন।[৪]

হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: ইব্‌লিস তার সিংহাসন পানির উপর স্থাপন করে। এরপর তার সাথী দলবলকে সারা পৃথিবীতে প্রেরণ করে। ইব্‌লিসের কাছে সেই বেশী প্রিয় হয়, যে সব চাইতে বেশী অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

এ সময় কেউ এসে বলে : আমি এই কাজ করেছি। ইব্‌লিস তাকে ধমক দিয়ে বলে: তুমি কিছুই করোনি।

এরপর আরেক শয়তান এসে বলে: আমি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছি। ইব্‌লিস তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করে বলে : তুমি খুবই ভাল কাজ করেছ।[৫]

*** ইব্‌লিস শয়তানের ধ্বংসের কারণ :**

আল্লাহ্‌ পাক ইব্‌লিসকে জিজ্ঞাসা করে, আমি যখন তোকে আদমকে সম্মানসূচক সিজ্‌দা দিতে বলি, কিসে তোকে তা থেকে বাধা দিল?

---

৪. আল্‌-হাদীস। মুসলিম শরীফ বর্ণিত।

৫. আল্‌-হাদীস, প্রাগুক্ত।

তখন জবাবে সে বলে : "আমি আদম থেকে উত্তম।"[৬] কেননা, আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অগ্নি দ্বারা এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দ্বারা। মূলত: ইব্‌লিসের এই অহংকার এবং আদম (আ.)-এর প্রতি হিংসাই তার ধ্বংসের কারণ।

আর আল্লাহ্ পাক অহংকারকে বরদাশ্‌ত করেন না। হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে : اَلْكِبْرُ رِدَائِىْ অর্থ : 'অহংকার হলো আমার চাদর।'[৭]

তাই কোন সৃষ্টির জন্য অহংকার করা উচিত নয়। আর যে অহংকার করে, তার ধ্বংস অনিবার্য।

তাফসীরকারগণ লিখেছেন : পবিত্র কুরআনের এ আয়াত সমস্ত মানুষের জন্য সতর্কবাণী যে, যারা অহংকার করবে জান্নাতে তাদের স্থান নেই। তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এ অহংকারের ফলে ইব্‌লিস শয়তান অভিশপ্ত এবং জান্নাত ও আসমান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। কাজেই, অহংকারীরা সাবধান।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

"শ্রেষ্ঠত্ব আমার চাদর, আর অহংকার আমার পোশাক। যে ব্যক্তি এর কোনটি নিয়ে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো।"[৮]

*** ইব্‌লিসের অহংকার ও এর পরিণতি :**

আল্লাহ্ বললেন :

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (١٣)

অর্থ : "হে ইব্‌লিস! তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা। কেননা, তুই আল্লাহ্ পাকের দৃষ্টিতে অপমানিত।"[৯]

এ থেকে জানা যায় যে, অহংকারী এবং মিথ্যা সম্মানের দাবীদার, তার জন্য ধ্বংস ও অপমান অবশ্যম্ভাবী। নবী (স.) বলেছেন :

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয় প্রকাশ করে, আল্লাহ্ পাক তাকে উঁচু মর্যাদা দান করেন। পক্ষান্তরে যে অহকার করে, আল্লাহ্ পাক তাকে অপমাণিত করেন। সে নিজের দৃষ্টিতে বড়, কিন্তু আল্লাহ্‌র

---

৬. আল্-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১২। قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ

৭. আল্-হাদীস, হাদীসে কুদসী, মুসলিম শরীফ বর্ণিত।

৮. আল্-হাদীস, প্রাগুক্ত।

৯. আল্-কুরআন, সূরা আরাফ, আয়াত : ১৩।

দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চেয়ে অপমানিত।"[১০]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ বলেন : নিশ্চয় তুই অভিশপ্ত ও বিতাড়িত। কোন অবস্থাতেই আদমের মুকাবিলায় তোর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধু তাই নয়, বরং তোর প্রতি চিরস্থায়ী লানত। তাই আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ (٧٨)

অর্থ : 'আর বিচার দিন পর্যন্ত তোর প্রতি আমার লানত।"[১১]

এর অর্থ এই নয় যে, কিয়ামতের দিনের পর ইব্লিস শয়তান লা'নত থেকে মুক্তি পাবে, বরং কিয়ামত পর্যন্ত লা'নত অব্যাহত থাকবে, এরপর কঠিন শাস্তি পাবে।

তখন ইব্লিস বললো : হে আমার রব! তাহলে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন। উদ্দেশ্য, আদমের কারণে সে অভিশপ্ত ও বিতাড়িত। তাই পৃথিবীতে যতদিন আদম সন্তান থাকবে, ততদিন সে তাদের পথভ্রষ্ট করার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে।

আল্লাহ্ তা'য়ালা তার এ দোয়া কবুল করে বলেন :

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ (٨٠) إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٨١)

অর্থ : "তোকে অবকাশ দেয়া হলো– একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত।"[১২]

তাফসীরকারদের মতে : 'ইব্লিসকে অবকাশ দেয়ার কারণ হলো– এ পৃথিবী মানুষের কর্মক্ষেত্র। এখানে মানুষ কাজ করে, আখিরাতে এর ফল ভোগ করবে। এর পাশাপাশি এ পৃথিবী মানুষের জন্য পরীক্ষাগারও। এখানে সব সময়, সব কাজে মানুষের পরীক্ষা হয়, কে আল্লাহ্ পাকের অনুগত এবং কে অবাধ্য, কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের পূর্ণ অনুসারী, আর কে অনুসারী নয়– এর পরীক্ষা হচ্ছে সব সময়। শয়তান মানুষকে আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য ও নাফরমান হতে প্ররোচনা দেয়। তাই পরীক্ষা ক্ষেত্র হিসাবে ইব্লীসকে অবকাশ দেয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইব্লিস শয়তান কোন মানুষকে অন্যায় কাজের জন্য বাধ্য করতে পারে না। সে কেবল মানুষকে প্ররোচনা দিতে পারে। আর এ জন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ্ তায়ালা বারবার ইব্লীসের ব্যাপারে মানুষকে সতর্ক করেছেন।[১৩]

---

১০. আল্-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

১১. আল্-কুরআন, সুরা ছোয়াদ, আয়াত : ৭৮।

১২. আল্-কুরআন, সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ৮০-৮১।

১৩. তাফসীরে মাজেফী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৪১।

তখন শয়তান বলে, যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (٨٣)

অর্থ : শয়তান বললো: "আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো। তবে তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের নয়।"[১৪]

তাফসীরকারদের অভিমত : আল্লাহ্‌র তরফ থেকে অবকাশ পাওয়ার কারণে ইব্‌লিস মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করবে বলে দম্ভোক্তি করেছে।[১৫]

এরপর সে বলেছে : তবে হে আল্লাহ্‌! আপনি যাদেরকে আপনার ইবাদত বন্দেগীর জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছেন, তাদেরকে আমি গুমরাহ্‌ বা পথভ্রষ্ট করতে পারবো না।

*** শয়তানের অপচেষ্টা ব্যর্থ হবার দৃষ্টান্ত :**

১. বর্ণিত আছে, একবার ইব্‌লিস হযরত গাওসুল আজম শেখ আব্দুল কাদের জিলানী (র.)-এর নিকট সুন্দর আকৃতিতে হাজির হয়ে বলে : আমি একজন ফিরিশ্‌তা, আমাকে আল্লাহ্‌ পাক আপনার খিদ্‌মতে এ সুসংবাদ দেয়ার জন্য প্রেরণ করেছেন যে, "এখন আপনার কোন গুনাহ্‌ নেই।"

যেহেতু নবী-রাসূলগণ ব্যতীত কেউ নিষ্পাপ নন, তাই তিনি বুঝতে পারলেন, এ হলো ইব্‌লিস শয়তান। তাই তিনি পাঠ করলেন : "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজীম।"

এ দোয়া ইব্‌লিসের জন্য এটম বোমার মত মারাত্মক অস্ত্রের ন্যায় কার্যকর হয় এবং সাথে সাথে সে পালাতে বাধ্য হয়। এ সময় সে তাঁকে অন্য ভাবে ধোঁকা দেয়ার জন্য বলে : "আপনি বিজ্ঞ আলিম। আপনার ইল্‌ম আপনাকে আমার প্ররোচনা থেকে বাঁচালো।

তখন তিনি বললেন : হে মিথ্যাবাদী ইব্‌লিস! আমার ইল্‌মের কারণে নয়; বরং আল্লাহ্‌ পাকের রহমতেই আমি তোর ধোঁকা থেকে রক্ষা পেয়েছি। (সুব্‌হানাল্লাহ!)

২. বিখ্যাত তাফসীরকার ইমাম ফখ্‌রুদ্দীন রাজী (র.) ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ আলিম। তিনি তাওহীদ বা আল্লাহ্‌ পাকের একত্ববাদের উপর এক হাজার দলীল পেশ করতেন।

একবার তিনি বিখ্যাত বুজুর্গ হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (র.)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আধ্যাত্মিক সাধনার দীক্ষা নেন। তখন তাঁর মুর্শিদ তাঁকে বলেন

---

১৪. আল্‌-কুরআন, সূরা ছোয়াদ, আয়াত : ৮২-৮৩।

১৫. তাফসীরে মাজহারী, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৩৮।

: আপনাকে কিছুদিন আমার নিকট অবস্থান করতে হবে। সে মতে ইমাম রাজী (র.) তাঁর নিকট কিছু দিন অবস্থান করলেন।

একদিন তিনি তাঁর পীর ও মুর্শিদকে বললেন : হযরত! আমার ইল্‌ম চলে যাচ্ছে। আমি অনেক কথা ভুলে যাচ্ছি। অথচ অনেক সাধনা ও কষ্ট করে আমি এ ইলম হাসিল করেছি।

তখন তাঁর মুর্শিদ নাজমুদ্দীন কোবরা (র.) তাকে বলেন : আপনার ক্বলব বা অন্তরকে আল্লাহ্‌ ব্যতীত সব কিছু থেকে পবিত্র ও মুক্ত করতে হবে। আর এভাবেই আপনার দিলকে আল্লাহ্‌ পাকের মহব্বত দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।

ইমাম রাজী (র.) বললেন : হযরত সারা জীবনের কঠোর সাধানলব্ধ এ ইল্‌ম হারাতে আমার বড় কষ্ট হয়, তাই আধ্যাত্মিক সাধনার এ মহান কাজ আপাতত: মুলতবী থাকুক।

এর কিছুদিন পরেই ইমাম রাজী (র.)-এর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। ইব্‌লিস শয়তান তাঁকে প্রতারিত করতে উপস্থিত হলো। ইমাম রাজী (র.) আল্লাহ্‌ পাকের একত্ববাদের উপর একে একে এক হাজার দলীল পেশ করলেন। ইব্‌লিস শয়তান তাঁর পেশকৃত প্রত্রেকটি দলীল খন্ডন করলো। তখন ইমাম রাজী (র)-এর বেঈমান অবস্থায় মৃত্যু হওয়ার আশংকা দেখা দিল। তার এই সংকটজনক অবস্থার কাশ্‌ফ হলো হযরত নাজমুদ্দীন কোবরা (রা.)-এর নিকট তিনি তখন অজু করছিলেন।

তখন তিনি পানির পাত্রটি ইব্‌লিস শয়তানের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করে ইমাম রাজী (র.)-কে লক্ষ্য করে বললেন : "আপনি বলুন, কোন দলীল ব্যতীতই আল্লাহ্‌ এক, তাঁর কোন শরীক নেই, এর উপর আমি বিশ্বাসী, তোমাকে দলীল দেয়ার আমার কোন প্রয়োজন নেই।"

ইমাম রাজী (র.) যখন একথা বললেন, তখন ইব্‌লিস শয়তানের অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এভাবে আল্লাহ্‌ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় বান্দাগণ তাঁর বিশেষ রহমতে শয়তানের ধোঁকা থেকে রক্ষা পেয়ে থাকেন।[১৬]

উল্লেখ্য যে, ইমাম রাজী (র.) ইল্‌মের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন :

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি জাহান্নামের শাস্তি থেকে নাজাত লাভকারী কোন মানুষ দেখতে চায়,

১৬. তাফসীরে নুরুল কোরআন, ২৩ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭-২৭৮।

সে যেন আল্লাহ্ পাকের দ্বীনের ইল্‌ম তলবকারী তালেবে ইল্‌মদের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

২. তিনি (স.) বলেছেন : কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক দ্বীনের আলিমদের বাছাই করে নিয়ে ইরশাদ করবেন : আমি তোমাদের যে নূর দান করেছিলাম, তা ছিল আমার ইল্‌মের নূর। আমি তোমাদের শাস্তি দেয়ার জন্য এ নূর দান করিনি, অতএব তোমরা জান্নাতে চলে যাও, তোমাদের মাফ করে দিলাম।

৩. নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন : আল্লাহ্ পাকের রহমত বর্ষিত হোক আমার খলীফাদের উপর। তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, জবাবে তিনি (স.) বলেন: যারা পৃথিবীতে আমার সুন্নতকে জীবিত করবে এবং লোকদের শিক্ষা দেবে, তারা আমার প্রতিনিধি।[১৭]

৪. তিনি (স.) আরো বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য দ্বীনি-ইল্‌ম হাসিল করবে এবং লোকদের তা শিক্ষা দেবে, আল্লাহ্ পাক তাকে ৭০ জন নবীর সওয়াব দান করবেন।

৫. নবী করীম (স.) ইরশাদ করেছেন : আমার উম্মতের খাঁটি আলিমগণ বনী ইসরাইলের নবীদের সমান মর্যাদার অধিকারী।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বর্ণনা করেছেন : কিয়ামতের দিন আলিমের কলমের কালি এবং শহীদের রক্তের পরিমাপ করা হবে, তখন আলিমের লেখার কালি ওযনে বেশী হবে।[১৮]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

فَقِيْهٌ وَاحِدُ اَشْدَّ عَلَى الشَيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدِ .

অর্থ : একজন ফিকাহ তত্ত্ববীদ আলিম শয়তানের কাছে অনেক কঠিন ও কঠোর ধোঁকা দেয়ার ক্ষেত্রে, এক হাজার মুর্খ আবিদ লোককে পথভ্রষ্ট করার চাইতে। অর্থাৎ আলিম নয়, মুর্খ আবিদ, শয়তানের জন্য এক হাজার মুর্খ ইবাদতকারী লোককে গুমরাহ ও পথভ্রষ্ট করা খুবই সহজ, একজন খাঁটি দ্বীনি আলিমকে গুমরাহ করার চাইতে।[১৯]

যেমন, কথিত আছে : একদা ইব্‌লিস শয়তান তার চেলাদের নিয়ে ভ্রমণে বের হয়। রাস্তার পাশে এক মসজিদে একজন দরবেশকে ইবাদতে লিপ্ত

১৭. তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, পৃ: ২৬২।

১৮. তাফসীরে কবীর, ১ম খন্ড, প্রাগুক্ত।

১৯. আল্-হাদীস, মুসলিম বর্ণিত।

দেখতে পায়। লোকটি মুর্খ ছিল এবং ইল্‌ম কালাম কিছুই জানতো না।

ইব্‌লিস শয়তান মসজিদে ঢুকে মুরাক্বাবায় রত মুর্খ দরবেশকে সালাম করে বলে : আল্লাহ্‌ তোমার ইবাদতে খুশী হয়ে তোমার সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি জিব্‌রাইল ফিরিশ্‌তা, তোমাকে নেয়ার জন্য বোরাক নিয়ে এসেছি। তুমি এখনি আমার সাথে চল। মুর্খ আবিদ তার কথা শুনে মসজিদ থেকে বের হয়ে আসলো। তখন ইব্‌লিস শয়তান তাকে বললো : কিছুদূর পায়ে হেঁটে সামনের প্রান্তরে যেতে হবে, সেখানে বোরাক অপেক্ষা করছে। সেখানে গিয়ে আমরা বোরাকে আরোহণ করবো।

মুর্খ দরবেশ শয়তানের কথায় খুশীতে বাগ্‌ বাগ্‌ হয়ে যখন সে প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছালো, তখন সে তার চেলা-চামুন্ডাকে ডেকে বললো :

তোমরা এই মুর্খ আবেদের মাথা মুড়িয়ে, ওর মুখে চুন-কালি মাখিয়ে ছেড়ে দাও। শয়তানের কতা মত তার সাথীরা দরবেশের সাথে সেরূপ আচরণ করলো। এরপর শয়তান বললো : এ মর্যাদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ লাভ করেনি এবং ভবিষ্যতেও কেউ করবে না এটা তোর মুর্খতার প্রতিদান!

এভাবে শয়তান এক তালিবে-ইলমের কাছে উপস্থিত হয়ে বললো : আমি জিব্‌রাইল। তুমি কুরআন-হাদীস পড়ছো। তোমার দরজা অত্যন্ত বড়। আল্লাহ্‌ খুশী হয়ে আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন, তোমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অতএব তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হও, তোমাকে নিয়ে আরশে-আজীমে যাব।

ইব্‌লিস শয়তানের কথা শুনে তালিবে ইলম বললো : কে রে তুই হতভাগা! জিব্‌রাইল ফিরিশতার বেশ ধরে আমাকে ধোকা দিতে এসেছিস? তুই ইব্‌লিস ছাড়া আর কেউ না।

কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আছে, এ মর্যাদা কেবল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জন্য নির্ধারিত, তুই শয়তান, আমাকে ধোঁকা দিতে এসেছিস। এ বলে সে পাঠ করলো : "আউযু বিল্লাহে মিনাশ্‌ শায়তানির রাজীম।"

এর প্রভাবে শয়তানের শরীরে আগুণ ধরে গেল এবং দৌঁড়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করলো।[২০]

*** শয়তান মানুষের প্রধান শত্রু কেন?**

---

২০. দ্রষ্টব্য : আদম ও শয়তান, পৃষ্ঠা ৩১০-৩১১।

আল-কুরআনে বর্ণিত আছে :

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (٥)

অর্থ : "নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।"[২১]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তি বলে শয়তান বিভিন্ন কলা-কৌশলে মানুষকে পথহারা ও বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করে। যেমন :

ক. সে যে কোন জীব-জন্তুর আকৃতি ধারণ করতে পারে।

খ. "সে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্ত-চলাচলকারী শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে গমণ করে ক্বলব বা অন্তরের উপর বসে। যখন মানুষ ক্বলব বা অন্তর দিয়ে যিকির করে, তখন শয়তান পালিয়ে যায়। আর যখন সে যিকির থেকে গাফেল হয়, তন শয়তান ধোঁকা দেয়।[২২]

গ. এমন কি শয়তান মানুষ ও ফিরিশ্তার আকৃতিতে নিজেকে প্রকাশ করে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে।

*** প্রত্যেক মানুষের সাথে শয়তান আছে :**

একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন; সকল মানুষের সাথেই শয়তান আছে।

তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়: ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! তাহলে কি আপনার সাথেও শয়তান আছে? জবাবে তিনি (স.) বলেন : হ্যাঁ, তবে সে আমার অনুগত।[২৩]

*** মানব শরীরে শয়তানের অবস্থানের স্থান :**

হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: সাধারণত: শয়তান পুরুষ ও নারীদের দেহের মধ্যে তিনটি স্থানে বসবাস করে।

যেমন পুরুষ লোকদের চোখে, অন্তরে এবং পুরুষাঙ্গে এবং নারীদের চোখে, অন্তরে এবং নিতম্বে বা পাছায়।

শয়তান উক্ত স্থানসমূহ একে একে দখলে নেয়। এরপর সে মানুষের দৃষ্টি শক্তিকে অশ্লীল কাজের দিকে আকৃষ্ট করে, ফলে এর দ্বারা চোখের গুনাহ হয়। দৃষ্টি শক্তির প্রভাব যখন অন্তরের উপর পড়ে, তখন অন্তরে খারাপ কাজের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। আর এর বাস্তবায়ন হয় তিন নম্বর অঙ্গের

---

২১. আল্-কুরআন, সূরা ইউসুফ, আয়াত : ৫।

২২. আল-হাদীস, বুখারী ও মিশকাত শরীফ বর্ণিত।

২৩. আল-হাদীস বর্ণিত।

দ্বারা। আর এভাবে শয়তান তার ধোঁকায় ফেলে মানুষকে ব্যভিচারে লিপ্ত করে দেয়। (নাউজু বিল্লাহ মিন জালিক)।

*** এ সম্পর্কে বনী ইসরাইল যুগের একটি সত্য ঘটনা :**

ইবনে আসির (র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূত্রে বর্ণনা করেন যে–

বনী ইসরাইলের যুগে একজন পাদ্রী ছিল। এ সময় এক বাড়ীতে শয়তান এসে একটি মেয়ের গলা আটকে ধরে। সে লোকদের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয় যে, পাদ্রীর কাছে নিয়ে গেলে সে সুস্থ হয়ে যাবে। তারা মেয়েটিকে তার কাছে রেখে আসে। পাদ্রী একটি আলাদা ঘরে মেয়েটিকে রাখার ব্যবস্থা করে দেয়।

কিছু দিন পর শয়তান পাদ্রীর মনে এ চিন্তার উদ্রেক করে দেয় যে, মেয়েটি একা একা থাকে, কেউ তার সাথে কথা বলার নেই। নিশ্চয় এ অবস্থায় সে খুবই অসহায় বোধ করছে, তাই তার সাথে আলাপ-সালাপ করলে ভাল হবে। এতে সে মানসিকভাবে শান্তি অনুভব করবে এবং আমার সওয়াব ও হবে। এভাবে শয়তান পাদ্রীর মনে খুব উৎসাহ সৃষ্টি করতে থাকে।

ফলে, পাদ্রী তার ঘর থেকে মেয়েটির ঘরে যাতায়াত শুরু করে এবং কথা-বার্তা বলতে থাকে। এ ভাবে যখন ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়, তখন পাদ্রী মেয়েটির সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয় এবং এভাবে শয়তানের উদ্দেশ্য সফল হয়। দৈহিক সম্পর্ক সৃষ্টির কারণে মেয়েটি গর্ভবতী হয় এবং সে যথাসময়ে একটি সন্তান প্রসব করে।

এ ঘটনায় পাদ্রী মান-সম্ভ্রম হারানোর ভয়ে ভীত হয়। তখন শয়তান তাকে এরূপ পরামর্শ দেয় যে, বাচ্চাটিকে মেরে মাটির গর্তে পুঁতে ফেল; তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। সে মতে পাদ্রী তা-ই করে।

এরপর শয়তান পাদ্রীর মনে এরূপ চিন্তার সৃষ্টি করে দেয় যে, যদি মেয়েটি একথা মানুষের কাছে প্রকাশ করে দেয়, তাহলে সে বিপদে পড়বে। তাই মেয়েটিকে হত্যা করে, মাটির মধ্যে পুঁতে ফেললে, সে সব বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। শয়তানের পরামর্শ অনুসারে পাদ্রী মেয়েটিকে হত্যা করে মাটির গর্তে পুঁতে ফেলে এবং মনে করে সব বিপদ কেটে গেছে।

এদিকে শয়তান মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনের কাছে মানুষের রূপ ধরে আসে এবং পাদ্রীর সব অপকর্মের কথা তাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়। এমন কি সে মেয়েটিও তার সন্তানের লাশ যেখানে পুঁতে রাখা হয়, সে স্থানটি দেখিয়ে দেয়।

শয়তানের কথামত মেয়েটির আত্মীয়-স্বজন একই গর্তে দুটি লাশ দেখতে পায়। তখন তারা পাদ্রীর বিরুদ্ধে এ অপকর্মের জন্য রাজ-দরবারে নালিশ করে। বিচারে ঘটনার সত্যতা প্রকাশ পায়। ফলে পাদ্রী গির্জা থেকে বিতাড়িত হয় এবং শূলির মাধ্যমে তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।

পাদ্রীর শূলির হুকুম হওয়ার পর শয়তান পাদ্রীর নিকট এসে বলে : তুমি কি আমাকে চেন? আমি তোমাকে এ অপকর্ম করার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলাম। এখন যদি তুমি বাঁচতে চাও, তবে আমার কথা শোন এবং আমাকে সিজ্‌দা কর। আমি তোমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করবো। পাদ্রী কোন উপায় না দেখে শয়তানকে সিজ্‌দা করে কাফির হয়ে যায়। তখন সে তাকে বলে : তোকে ধোঁকা দিয়ে গুমরাহ করে জাহান্নামে আমার সাথী বানিয়ে নিলাম। এরপর শয়তান তার কাছ থেকে পালিয়ে যায়।

অনুরোধ, সবাই শয়তানের ধোঁকা ও প্ররোচনা থেকে বাঁচার রাস্তা অনুসরণ করুন এবং বেশী বেশী নেক আমল করে জান্নাতের চিরস্থায়ী অধিভাসী হন। আমীন!

*** শয়তানের আরো কয়েকটি ফিত্‌না সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস :**

হযরত আবু মূসা আল-আশ্‌আরী (রা) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

প্রত্যেক দিন সকালে শয়তান তার অনুচরদের চারিদিকে পাঠিয়ে দেয় এবং বলে : তোমরা যদি কোন মুসলিম নর-নারীকে গুমরাহ করতে পার, তবে আমি তোমাদের পুরস্কৃত করবো। তার মাথায় মুকুট পরিয়ে দেব।

বর্ণনাকারী বলেন : এরপর সে চরদের একজন এসে শয়তানকে বলে: আমি একজন মুসলমানকে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়াতে সক্ষম হয়েছি। তখন শয়তান তাকে বলে : আরে! এটা কোন কাজ হলো? সে তো আর এক মহিলাকে বিয়ে করবে।

পরে আরো একজন চর এসে বলে : আমি অমুক মুসলিম ব্যক্তিকে তার পিতা-মাতার অবাধ্য করে ছেড়েছি। তখন শয়তান তাকে বলে : সে তো আবার তাদের বাধ্য হয়ে যাবে।

এরপর এক অনুচর এসে বলে : আমি একজনকে মদ পান করতে শিক্ষা দিয়েছি। তখন শয়তান বলে : তুমি একটি কাজের মত কাজ করেছ। তোমাকে আমি বড় পুরস্কার দেব।

তারপর আর একজন শয়তানের অনুচর এসে বলে : আমি দু'জন মুসলিম

নর-নারীকে ব্যভিচারে লিপ্ত করিয়ে ছেড়েছি। তখন শয়তান তার পিঠ-চাপড়িয়ে বলে: সাবাশ! তুমি একটা বড় কাজ করেছে।

এরপর শয়তানের আর এক চর এসে বলে : আমি একজন মুসলমানকে দিয়ে আর একজনকে হত্যা করিয়েছি। তখন শয়তান খুব খুশী হয়ে তাকে বলে : তুমি একটা কাজের মত কাজ করেছ। তোমাকে আমি বহু পুরস্কার দেব। (নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক)

উল্লেখ্য যে, 'গীবত শেফায়েত' বা পরনিন্দা ও পরচর্চা একটি শয়তানী আমল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

অর্থাৎ 'গীবত ব্যভিচার হতেও গুরুতর অপরাধ।'[২৪]

আল-কুরআনে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন বর্ণনা করেছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (١٢)

অর্থ : "ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা অনুমান করা থেকে বিরত থাক। নিশ্চয়ই কোন কোন অনুমান পাপজনক হয়। আর তোমরা কারও দোষ অনুসন্ধান করোনা এবং একে অপরের গীবত-শিফায়েত করো না। তোমাদের মাঝে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পসন্দ করবে? অবশ্যই তোমরা তা ঘৃণা কর। তোমরা আল্লাহ্ কে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ খুবই তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।"[২৫]

উল্লেখ্য যে, গীবত করা বা শোনা উভয়ই গুনাহের কাজ। কেউ কেউ এমন আছে, যারা গীবত না করলেও অন্যের গীবত করা শুনতে পছন্দ করে। এতে তিন ধরণের গুনাহ হয় : ১. গীবত শোনার গুনাহ, ২. একজন মুমিন-মুসলমানের সম্মান নষ্টে খুশী হওয়ার গুনাহ এবং ৩. গীবত শুনতে ভাললাগার গুনাহ। শয়তান থেকে পানাহ।

---

২৪. আল-হাদীস বর্ণিত।

২৫. আল্-কুরআন, সূরা হুজুরাত, আয়াত : ১২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামাযের মধ্যে শয়তানের ধোঁকা

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়িয়ে যায়, তখন শয়তান এসে ধোঁকা দিতে থাকে এবং তাকে বিভিন্ন কথা স্মরণ করিয়ে দেয়; ফলে তার অবস্থা এমন হয় যে, সে জানে না, কত রাকাত নামায আদায় করেছে।"[২৬]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন : "এ শয়তানের নাম হলো "খিন্‌যাব"। তোমরা যখন এর ওয়াসওয়াসা সম্পর্কে বুঝতে পারবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাইবে এবং বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলবে। এরূপ করলে আল্লাহ্ তায়ালা শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূর করে দেবেন।"[২৭]

উল্লেখ্য যে, নামাযের মধ্যে যদি দুনিয়ার খেয়াল নিয়ে কেউ নামায শেষ করে, তার সম্পর্কে আল্লাহ্ তায়ালা কঠিন শাস্তির ঘোষণা দিয়ে বলেছেন :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

অর্থ : "সেসব মুসাল্লি বা নামাযীদের জন্য 'ওয়াইল' নামক জাহান্নাম, যারা তাদের নামাযে উদাসীন।"[২৮]

এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলঅয়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

كَمْ مِنْ قَائِمٍ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ اِلَّا التَّعْبُ وَالنَّصْبُ.

অর্থাৎ "অনেক নামাযী রয়েছে, যারা শুধু নামাযে পরিশ্রমই করে, তারা নামাযের হাক্বীকত লাভ করতে পারে না। কারণ অন্যমনস্ক ভাব ও গাফলতি সহকারে নামায আদায় করলে কোন উপকার হয় না।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন :

لَاصَلَرة اِلَابحَضُوْ رِالْقَلْبِ.

"নামাযের মধ্যে মনের একাগ্রতা ছাড়া নামায আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না।"[২৯]

*** সহবাসের সময় শয়তানের অংশগ্রহণ :**

---

২৬. আল্-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

২৭. আল-হাদীস, মুসলিম ও মিশকাত শরীফ বর্ণিত।

২৮. আল্-কুরআন, ১০৭, সূরা মাউন, আয়াত : ৪-৫।

২৯. আল-হাদীস বর্ণিত।

হযরত মুজাদ্দি (র) বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে মিলনের সময় যদি 'বিস্‌মিল্লাহ্' না বলে, তবে শয়তান তার পেশাবের নালিতে জড়িয়ে যায় এবং সেই পুরুষের সাথে সেও যৌন সঙ্গমে শরীক হয়। আর সহবাসের পূর্বে 'বিস্‌মিল্লাহ এবং দু'আ পড়ে নিলে শয়তান সে কাজে অংশ নিতে পারে না।

যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন : "তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর সাথে সহবাসের ইচ্ছা করে, তখন সে যেন এ দুআটি পড়ে : "বিস্‌মিল্লাহ, আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ্ শাযতানা, ওয়া জান্নিবিশ্ শায়তানা মা রাযাকতানা।"

তা হলে এ মিলনের দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর তাকদীরে কোন সন্তান থাকলে, শয়তান সেই সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারে না।"[৩০]

*** মৃত্যুর সময় শয়তানের ধোঁকা :**

কোন ব্যক্তির দুনিয়া থেকে চির বিদায়ের সময় শয়তান তাকে ঈমান হারা করে, তার সাথে জাহান্নামে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

وَاِنَّ الشَّيْطَانَ اَقْرَبُ مَايَكُوْنُ مِنْ اِبْنِ ادَمَ عِنْدَ ذالِكَ الْمَصْرَعِ.

অর্থ : মৃত্যুর কঠিন মুহূর্তে শয়তান মানুষের খুব নিকটবর্তী হয় এবং তার ঈমান হরণের চেষ্টা করে, তাকে তার সাথী বানিয়ে জাহান্নামে নিতে চেষ্টা করে।[৩১]

উল্লেখ্য যে, যারা আল্লাহ্‌র যিকিরের মাধ্যমে 'ক্বলব' যিন্দা করে নেয়, শয়তান তাদের কাছে যেতে পারে না। (সুব্‌হানাল্লাহ্)

*** শয়তানের প্রকারভেদ :**

মানুষ আমল বা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকার সময় শয়তান মানুষের মনে বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা বা ধোঁকা সৃষ্টি করে তার আমলকে নষ্ট করে দেয়। এ ধরণের শয়তান তিন প্রকার। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١) مَلِكِ النَّاسِ (٢) إِلَـهِ النَّاسِ (٣) مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (٤) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (٦)

---

৩০. আল-হাদীস, বুখারী শরীফ বর্ণিত।

৩১. হুলইয়া, আবূ নূআইস বর্ণিত।

অর্থ : বলুন– আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের, মানুষের ইলাহের কাছে, খান্নাস বা আত্মগোপনকারীর কুমন্ত্রণার অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিন শয়তান বা মানুষ শয়তান হতে।"[৩২]

আল-কুরআনের উক্ত সূরায় মানুষকে কুমন্ত্রণা দানকারী শয়তানের তিনটি শ্রেণীর কথা বলা হয়েছে; তারা হলো :

১. খান্নাস বা প্রবৃত্তি শক্তি, ২. জ্বিন শয়তান ও ৩. মানুষ শয়তান।

১. তাফসীরে রুহুল মআনীতে বর্ণিত হয়েছে যে, 'খান্নাস' শব্দের অর্থ হলো– যে আত্মগোপন করে এবং কঠিনভাবে ধোঁকা দেয়। আর তা হচ্ছে, সে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে।

২. জ্বিন শয়তান হলো আগুণের তৈরী, সে বিভিন্ন রূপ ও আকার ধারণ করতে পারে। এরা আল্লাহ্ তায়ালার অবাধ্য এবং অভিশপ্ত ইব্‌লিসের বংশধর। এই শয়তান মানুষের গোপন শত্রু। তার কাজ হলো– মানুষকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য থেকে সরিয়ে দেয়া এবং ইবাদাতের সময় মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা দিয়ে তার ইবাদত বিনষ্ট করে দেয়া।

৩. মানুষ শয়তান হচ্ছে ঐ সব মানুষ, যারা আকৃতিতে মানুষ, কিন্তু তাদের কর্মকান্ডে শয়তানও লজ্জা পায়। এরা আল্লাহ্‌র হুকুম মানে না, অন্যকে আল্লাহ্‌র পথে চলতে বাধা দেয় এবং কেউ আল্লাহ্ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ভাল কাজ করলে, তা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করে।

উল্লেখ্য যে, মানুষ শয়তান আবার কয়েক প্রকারের। যেমন :

১. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অস্বীকারকারী– এরা কাফির।

২. আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকার করে মুখে, অন্তরে না– এরা মুনাফিক।

৩. জন্মেছে মুসলিম মাতা-পিতার ঘরে, কিন্তু স্বভাব– শয়তানের। এরা চেহারা-অবয়বে মানুষ, কিন্তু তাদের ক্বলব বা অন্তর শয়তানের দখলে। কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটনে এরা জ্বিন শয়তানকে হার মানায়। (আল্লাহ্ তায়ালা এদের ক্ষতি থেকে আমাদের হিফাজত করুন– আমীন!)

---

৩২. আল্-কুরআন, ১১৪ সূরা নাস, আয়াত : ১-৬।

তৃতীয় অধ্যায়

* শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার উপায় :

শয়তানের ধোঁকা ও কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকা সমস্ত মুমিন ব্যক্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। আর এর একমাত্র উপায় হলো– ক্বলব বা আত্মাকে শয়তানের দখল থেকে মুক্ত করা। যুগে যুগে নবী-রাসূল ও হাক্কানী পীর-মাশায়েখগণ এ মহান কাজের আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। আর তা হলো :

'তায্কীয়া' বা আত্মশুদ্ধি করা। যেমন আল-কুরআনে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন :

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (٩)

অর্থ : "নিশ্চয়ই সে সফলকাম হয়েছে, যে তার আত্মাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করেছে।"[৩৩]

আল্-কুরআনে মহান আল্লাহ্ শয়তানকে মানুষের প্রকাশ্য দুশমন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। শয়তান মানুষকে যেভাবে প্ররোচিত ও বিভ্রান্ত করে, তা নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اَلشَّيْطَانُ جَاثِمٌ علىٰ قَلْبِ اِبْنِ ادَمَ فَاِذَا ذَكَرَ اللهُ خَنَسَ وَاِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ.

অর্থ : "শয়তান আদম সন্তানের ক্বলব বা অন্তরের উপর হাঁটু গেড়ে বসে থাকে। মানুষ যখন অন্তর দিয়ে আল্লাহ্র যিকির করে, তখন শয়তান ভেগে যায়। আর মানুষের অন্তর যখন আল্লাহ্র যিকির থেকে গাফেল হয়, তখন শয়তান তাকে প্ররোচনা দেয়।"[৩৪]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্র ওলীদের প্রবর্তিত তরীক্বার মাধ্যমে বিরতিহীনভাবে যিকির করার ক্ষমতা অর্জন করা যায়। যার ফলে দূর হয় ক্বলব বা হৃদয়ের ময়লা এবং আত্মা হয় আয়নার মত স্বচ্ছও পবিত্র। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

لِكُلِّ شَيْئٍ صِقَا لَةٌ وَصِقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللهُ.

অর্থ : "প্রতিটি জিনিস পরিষ্কার করার জন্য শানযন্ত্র আছে, আর ক্বলব বা অন্তরসমূহ পরিষ্কার করার শানযন্ত্র হলো– "আল্লাহ্র যিকির"।[৩৫]

---

৩৩. আল্-কুরআন, সূরা আশ্-শামস, আয়াত : ৯।

৩৪. আল-হাদীস, বুখারী শরীফ বর্ণিত।

৩৫. আল-হাদীস, বায়হাকী বর্ণিত।

বস্তুত: যারা এ বিশেষ মর্যাদা লাভে সক্ষম হন, তারাই আল্লাহ্‌র ওলী। যাদের শানে আল-কুরআন আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢)

অর্থ : "জেনে রাখ, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র ওলী, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দু:খিত ও হবে না।"[৩৬]

যিকির সম্পর্কে আল-কুরআনের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক বর্ণনা করেছেন :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)

অর্থ : "যারা ঈমান আনে এবং তাদের ক্বলব আল্লাহ্ তায়ালার যিকিরে শান্তি লাভ করে। জেনে রাখ! আল্লাহ্‌র যিকিরে ক্বলবের প্রশান্তি লাভ হয়।"[৩৭]

আল্লাহ্ তায়ালার যিকির সম্পর্কে একটি বিশেষ হাদীসে কুদসী হলো; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন; মহান আল্লাহ্ বলেন :

"আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে আমি তার সেই ধারণার অনুরূপ। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে। যখন সে আমাকে তার অন্তরে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে আমার অন্তরে স্মরণ করি। সে যদি কোন মজলিসে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাকে অধিকতর সুন্দর মাহফিলে তাকে স্মরণ করি; অর্থাৎ ফিরিশতাদের মজলিসে তার কথা আলোচনা করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর সে যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই; আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে হেঁটে আসে, তবে আমি তার দিকে অগ্রসর হই দৌঁড়ে।[৩৮] (সুব্‌হানাল্লাহ্!)

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন শাকীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"প্রত্যেক ব্যক্তির ক্বলব বা অন্তরে দুটি কক্ষ আছে। এর একটিতে থাকে ফিরিশ্‌তা এবং অন্যটিতে থাকে শয়তান। মানুষ যখন অন্তর দিয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করে, তখন শয়তান দূরে সরে যায়। আর যখন মানুষ আল্লাহ্‌র

৩৬. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ৬২।

৩৭. আল্-কুরআন, সূরা রা'আদ; আয়াত : ২৮।

৩৮. আল-হাদীস; বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত।

যিকির থেকে গাফেল হয়, তখন শয়তান তার শুড় সে ব্যক্তির অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে কুমন্ত্রণা দেয়।"[৩৯]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

"মুফরিদরা বিজয়ী হয়েছে। তখন সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! মুফরিদ কারা? তিনি জবাবে বলেন: অধিক পরিমাণে আল্লাহ্‌র যিকিরকারী নারী ও পুরুষ।"[৪০]

উল্লেখ্য যে, মানুষের মধ্যে প্রকৃত বুদ্ধিমান কে বা কারা? এর জবাবে আল-কুরআনের বাণী :

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (١٩١)

অর্থ : "যারা আল্লাহ্‌র যিকির করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় এবং চিন্তা করে আসমান ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে, আর বলে :

"হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করোনি। পবিত্রতম তুমি, আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর।"[৪১]

আল্লাহ্‌র যিকির দু'ভাবে করা যায়, যথা যিক্‌রে জলী বা স্পষ্ট যিকর এবং যিকরে খফী বা গোপন যিকির। মুখ দিয়ে যিকির করাকে যিকরে লিসানী এবং অন্তর দিকে যিকির করাকে যিকরে ক্বালবী বলে।

যিকরে লিসানী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

لايزال السانك رطبا من ذكر اللهُ.

অর্থ : "সব সময় তোমার যবান বা জিহ্বা যেন আল্লাহ্‌র যিকিরে সিক্ত থাকে।"[৪২]

আর যিকরে ক্বালবী সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (٢٨)

অর্থ : "জেনে রাখ! কেবল আল্লাহ্‌র যিকিরেই ক্বালব বা আত্মা প্রশান্তি

---

৩৯. আল-হাদীস, ইবনে আবূ শায়বা বর্ণিত।

৪০. আল-হাদীস, মুসলিম শরীফ বর্ণিত।

৪১. আল-কুরআন, সূরা আলে-ইমরান, আয়াত : ১৯১।

৪২. আল-হাদীস, তিরমিযী শরীফ।

লাভ করে।"[৪৩]

উল্লেখ্য যে, ক্বলব শব্দের অর্থ– অন্তর বা আত্মা। তাই 'যিকরে ক্বলব' এর অর্থ– অন্তর দিয়ে আল্লাহ্‌র যিকির করা। অন্তর দিয়ে আল্লাহ্‌র যিকির যত করা যায়। ততই হৃদয়ে আল্লাহ্‌র মহব্বত সৃষ্টি হয়। ফলে, মানুষ তার মনে সব সময় আল্লাহ্‌র যিকির করতে পারে। দুনিয়ার কোন বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত, সুখ-দু:খ কিছুই তাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে বিরত রাখতে পারে না। সে তার অন্তরে লাভ করে অনাবিল শান্তি এবং আল্লাহ্‌র কুরবত বা নৈকট্য। যেমন হাদীসে কুদ্‌সীতে আছে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

لايزال عبدى يتقرب الى با النوافل حتّى احببته....

অর্থ : "আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্যলাভের চেষ্টা করে, আর এ পর্যায়ে আমি তাকে ভালবাসি। আমি যখন তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে এবং আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে।" (হাদীসের শেষ পর্যন্ত।)[৪৪]

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত ইব্‌ন মাসউদ (রা) ও আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

المرء مع من احبَّ.

অর্থাৎ "মানুষই তার প্রেমাস্পদের সাথী।"[৪৫]

বস্তুত: মানুষের দেহকে 'আলমে সগীর বা ক্ষুদ্র জগৎ বলা হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি আলমে-কবীর বা বিশাল সৃষ্টি জগত থেকেও বড়। হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন :

لايسعنى ارضى ولاسمائى ولٰكن يسعنى قلب عبد مؤمن -.

অর্থ : "আমাকে আমার যমীন ও আসমান ধারণ করতে পারে না, কিন্তু আমাকে ধারণ করতে পারে মুমিন বান্দার ক্বলব।"[৪৬]

এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

قلوب المؤمنين عرش الله.

অর্থাৎ "মুমিন ব্যক্তির 'ক্বলব' আল্লাহ্‌র আরশ।"[৪৭]

---

৪৩. আল-কুরআন, সূরা রা'আদ, আয়াত : ২৮।
৪৪. হাদীসে কুদসী, বুখারী শরীফ, ২য় খ. পৃষ্ঠা ৯৬৩।
৪৫. আল-হাদীস, বুখারী ও মুসলিম শরীফ বর্ণিত।
৪৬. হাদীসে কুদসী দ্রষ্টব্য।
৪৭. আল-হাদীস বর্ণিত।

প্রখ্যাত সুফী-সাধক মাওলানা রুমী এ কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন :

من نكَنجم درزمين واسمان ليكن كَنجم درقلوب مؤمنان -

অর্থ : "(আল্লাহ্ বলেন:) যমীন ও আসমানে আমার স্থান সংকুলান হয়না; কিন্তু মুমিন বান্দার ক্বলবে আমার স্থান সংকুলান হয়।" (সুব্হানাল্লাহ্!)

উল্লেখ্য যে, সুফী সাধকের চূড়ান্ত প্রাপ্তিই হলো– যিকরে ক্বল্বী বা ক্বলবের যিকির। আর ক্বল্বী-যিকিরই হলো যিকরে খফী, যা আল্লাহ্ তায়ালা ছাড়া ফিরিশতারাও জানে না। এর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন :

"খফী-যিকির অবশ্যই মর্যাদা সম্পন্ন অতি সূক্ষ্ম, যার নেকী সত্তরগুণেরও বেশী। যে যিকির ফিরিশতাগণ শোনে না। কিয়ামতের সময় ফিরিশতারা মানুষের আমলনামা যখন আল্লাহ্র নিকট জমা দেবেন, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করবেন : তোমাদের কাছে আর কোন আমল বাকী আছে কি? তারা বলবেন : না।

তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বান্দাকে বলবেন : তোমার কিছু নেকী আমার কাছে জমা আছে, যা তুমি জান না। তার বিনিময় এখন তোমাকে দেব। আর তাহলো গোপন- যিকির বা অন্তরের যিকির।"[৪৮]

এরাই আল্লাহ্র প্রকৃত ওলী, যাদেরকে আল্লাহ্ বিনা হিসাবে জান্নাত দান করবেন।

*** যে আল্লাহ্র যিকির করে না, আল্লাহ্ তার সাথে একজন শয়তান নিয়োজিত করে দেন :**

যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী :

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَـٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٣٦)

অর্থ : "আর যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ্র যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই; ফলে সে সদা-সর্বদা তার সাথে থাকে।"[৪৯]

আয়াতের মর্মবানী হলো : যে বা যারা আল্লাহ্র যিকির বা স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তখন শয়তান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তাকে গুনাহের কাজে লিপ্ত করে দেয়। তার চোখকে খারাপ জিনিস দেখতে প্রলুব্ধ করে, তার

৪৮. আত্-তারগীব বর্ণিত।

৪৯. আল-কুরআন, সূরা যুখরুফ; আয়াত : ৩৬।

কানকে খারাপ কথা শুনতে প্ররোচিত করে; অর্থাৎ শয়তান তার দেহের সমস্ত অংগ-প্রত্যঙ্গকে খারাপ কাজে ব্যবহার করার জন্য উৎসাহিত করে।

আর কেউ যখন শয়তানের কথামত গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে কিয়ামতের দিন বিচারের পর গুনাহের কারণে শয়তানের সাথী হয়ে জাহান্নামে যাবে এবং সেখানে চিরদিন থাকবে।

তাই চিরস্থায়ী জীবনে জান্নাতে যেতে হলে শয়তানের আনুগত্য পরিহার করে। যে বা যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সব সময় নিজেরা নেক-আমল করে এবং অন্যদের এতে উৎসাহিত করে, তাঁদের সোহ্বত ইখ্তিয়ার করতে হবে। তাহলে আখিরাতে অনেক নেকী নিয়ে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাওয়া যাবে।

আল্লাহ্ আমাদের বেশী বেশী নেক আমলের তাওফিক দান করুন এবং বিনা হিসাবে জান্নাত নসীব করুন। আমীন!

*** কিয়ামতের দিন শয়তান তার অনুসারীদের বলবে :**

উল্লেখ্য যে, শেষ বিচার তথা কিয়ামতের দিন শয়তান তার অনুসারীদের যা বলবে, আল-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ্র বাণী :

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم ۖ مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۗ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٢)

অর্থ : "আর কিয়ামতের দিন যখন সব কিছুর ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে :

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি ও তোমাদেরকে ওয়াদা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা খেলাফ করেছি। আমার তো তোমাদের উপর কোন ক্ষমতা ছিল না। আমি তো শুধু তোমাদের ডেকেছিলাম, আর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছিলে, সুতরাং তোমরা আমার উপর দোষ চাপিও না, বরং তোমরা নিজেদের প্রতিই দোষারোপ করো। এখন তোমাদের উদ্ধারে না আমি সাহায্যকারী হতে পারি, আর না তোমরা আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী হতে পার। তোমরা যে ইতিপূর্বে আমাকে আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করছি। নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৫০]

৫০. আল-কুরআন, সূরা ইব্রাহীম, আয়াত : ২২।

*** জাহান্নামে শয়তানের ভাষণ :**

উল্লেখ্য যে, কিয়ামতের দিন যখন সব বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে এবং জান্নাতীরা জান্নাতে, আর জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে; তখন জাহান্নামীরা ইব্‌লিস শয়তানকে বলবে :

"তোর কারণেই আজ আমাদের এ বিপদ, তোর অনুসরণ করেই আজ আমাদের এ সর্বনাশ হয়েছে। অতএব যদি সম্ভব হয় তবে কোন ব্যবস্থা কর, যাতে এ বিপদ থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি।

তখন শয়তান বলবে : তোমরা আমাকে অযথাই দোষারোপ করছো। আল্লাহ্ পাক পৃথিবীতে তোমাদের নিকট বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূল প্রেরণ করেন, যারা ঈমান ও নেক-আমলের শুভ-পরিণতি তথা জান্নাতের চিরশান্তি লাভের কথা বলেন। এমনিভাবে কুফরী ও নাফরমানির শাস্তির কথা, তথা জাহান্নামের কঠোর আযাবের কথা জানিয়ে দেন।

বস্তুত: আল্লাহ্ পাক যা কিছু ঘোষণা করেছিলেন, তা সবই সত্য ছিল, যা আজ তোমরা স্বচক্ষে দেখছো।

আরো শোনো, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি আমার ভূমিকা পালনে কোন ত্রুটি করিনি। আমি তোমাদের সব ধরণের খারাপ কাজের দিকে আহ্বান করি। যাতে আমার সাথী বানিয়ে তোমাদের জাহান্নামে নিতে পারি।

আমি কোনদিন তোমাদেরকে কুফরী ও নাফরমানীতে বাধ্য করিনি, শুধু এ কাজ করতে বলেছি। আফসোস! তোমরা ভাল-মন্দ যাচাই না করে আমার অনুসরণ করেছ। যদি তোমরা ভেবে দেখতে তবে আমার অনুসরণ করে, আজ আমার সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করতে না।

শুনে রাখ! তোমাদের কুফ্‌রী ও নাফরমানীর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্ তায়ালার সাথে কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তি অনন্তকাল ধরে আমার সাথে তোমরা ও ভোগ করবে। জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচার আর কোন রাস্তা নেই, সুযোগ নেই।"[৫১]

*** শয়তানের চক্রান্তে নিপতিত জনপদ আল্লাহ্‌র গযব ও আযাবে ধ্বংস হওয়ার সত্য ঘটনা :**

আল্-কুরআনে আল্লাহ্ তায়ালা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)

৫১. তাফসীরে তাবারী; খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা : ১৩৩।

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি স্বয়ং এ কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হিফাযতকারী।"[৫২]

ঘটনা :

তুরস্কের এক বিখ্যাত নৌঘাঁটি। অবসরপ্রাপ্ত কিছু সংখ্যক তুর্কী জেনারেলদের বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে আয়োজন করা হয় এক শয়তানী অনুষ্ঠানের, যার নাম ছিল Mad night Festival উন্মত্ত রজনী উৎসব। সে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেয় ৩০জন ইসরাইরী কর্ণেল, ৩০ জনের অধিক আমেরিকান জেনারেল এবং ৩০ জনের বেশী স্বাগতিক তুর্কী জেনারেল।

জেনারেলদের মনোরঞ্জনের জন্য সে অনুষ্ঠানে আমদানী করা হয় ইহুদী, খৃষ্টান ও ধর্ম নিরপেক্ষ তুর্কীর উচ্ছৃল যৌন আবেদনময়ী সুন্দরী-তন্বী নর্তকীদের। যথা সময় শুরু হয় মদপান আর নর্তকীদের উদ্দাম নৃত্য। জেনারেলদের ঘিরে নাচছে নর্তকীরা, চলছে মদের সয়লাব। উন্মত্ত রজনীর উন্মত্ততা যখন তুঙ্গে; তখন সুরার নেশায়, অনুষ্ঠানের প্রধান আয়োজক ধর্মনিরপেক্ষ তথা ধর্মদ্রোহী জেনারেলের মাথায় আসে এক শয়তানী পরিকল্পনা। সে চিৎকার দিয়ে এক ক্যাপ্টেনকে ডকে আনতে বলে আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম আল-কুরআনুল মজীদ। পবিত্র কুরআন আনা হলে জেনারেল নির্দেশ দেয় ক্যাপ্টেনকে :

খোল কুরআন, পাঠ কর ১৪ পারার সূরা হিজরের ৯নং আয়াত। যার অর্থ : "নিশ্চয়ই আমি (আল্লাহ্) কুরআন নাযিল করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি এর সংরক্ষক।"[৫৩]

জেনারেল ক্যাপ্টেনকে বলে : ব্যাখ্যা কর এ আয়াতের। শংকিত ক্যাপ্টেন বলে : আমি এর ব্যাখ্যা জানি না। ব্যাঙ্গাত্মক হাসি ফুটে উঠলো জেনারেলের মুখে। সে বলে, এর অর্থ হচ্ছে : আল্লাহ্ বলছে, সে নাকি নাযিল করেছে এ কুরআন, আর সে নিজেই নাকি রক্ষা করবে এ কুরআনকে! বিদ্রূপাত্মক অট্টহাসির সাথে উম্মত্ত জেনারেল ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললো কুরআন এবং তা ছড়িয়ে দিল মদের আসরে নৃত্যরত নগ্ন নর্তকীদের পায়ের তলায়। আর দম্ভভরে বললো :

"কোথায় সে কুরআন নাযিলকারী, আর কোথায় এর হিফাযতকারী?"

এ পৈশাচিক উন্মত্ত দৃশ্য দেখে ভয়ে "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর"।

---

৫২. আল-কুরআন, সূরা হিজর, ১৪ পারা, আয়াত : ৯।

৫৩. প্রাগুক্ত।

চিৎকার দিতে দিতে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় ক্যাপ্টেন, পরিত্যাগ করলো ঘাঁটি।

আর তখন, ঠিক তখনই সমুদ্র বক্ষ বিদীর্ণ করে বেরিয়ে এলো প্রচন্ড এক অগ্নিস্তম্ভ। কমলা রঙের প্রবল আলোর বিচ্ছুরণে ধাঁধিয়ে গেল চোখ, সাথে সাথে ভয়াবহ এক মহাশব্দ, মহানাদ! সবকিছু ঘটলো এক নিমেষের মাঝে। নেমে এলো কুরআন নাযিলকারী আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মহাগজব। আর সেই গজবে মুহূর্তে সবকিছু লন্ডভন্ড, মিসমার হয়ে পুরো নৌঘাঁটি তলিয়ে গেল অথৈ সাগরের তলদেশে। কোন কিছুর চিহ্নই অবশিষ্ট থাকলো না। আর প্রচন্ড ভূমিকম্পে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হলো পার্শ্ববর্তী বিরাট এলাকা।[৫৪]

ইয়া আল্লাহ্‌! তোমার আযাব ও গযব থেকে আমাদের রক্ষা কর। আমীন!

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌ তায়ালা খোদা দ্রোহী, সীমালংঘনকারী, জালিম, পাপাচারী জাতিসমূহের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে বলেছেন :

"এরাও কি সে চরম দুর্দিনের জন্য অপেক্ষা করছে, তাদের পূর্ববর্তীদের উপর যে দিনের আবির্ভাব হয়েছিল? তাই যদি হয়, তাহলে তাদের অপেক্ষা করতে বলে দিন; আমিও তোমাদের মত অপেক্ষায় থাকলাম।"[৫৫]

বস্তুত: এ সব পাপাচারের মূল হোতা হলো শয়তান। সে তার সাথী বানিয়ে সব মানুষকে জাহান্নামে নিতে চায়। কাজেই আমাদের উচিৎ হবে শয়তান থেকে সতর্ক হয়ে আল্লাহ্‌ মুখী হওয়া।

---

৫৪. দ্রষ্টব্য : দৈনিক ইনকিলাব, ২১ শে জানুয়ারী, ২০০০ সন।

৫৫. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস, আয়াত : ১০২।